ব্রি ধান৯৯

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯৯ এর কৌলিক সারি HHZ5-DT20-DT2-DT1(GSRIR1-5-D20-D2-D1)। উক্ত কৌলিক সারিটি চীনের জনপ্রিয় জাত Huang-Hua-Zhan এবং ভিয়েতনামি জাত OM1723 এর সাথে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইরি (IRRI) থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে পরবর্তীতে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সালে কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মওসুমে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসাবে ২০২০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৯৯ বোরো মওসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৪ সেমি।
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানের দানার রং সোনালী রঙের এবং লম্বা চিকন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৮০ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা চিকন এবং রং সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান৯৯

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯৯ জাতের চারা অবস্থায় ১৪ ডিএস/মি. পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম। তাছাড়া ব্রি ধান৯৯ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি ধান৯৯ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ০৯ দিন বেশি এবং ব্রি ধান৬৭ এর চেয়ে ০৫ দিন বেশি। ব্রি ধান৯৯ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়ে না এবং শীষ থেকে ধানও ঝরে পড়ে না। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা তাই ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষনীয় হয়। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান৬৭ এর তুলনায় অধিক লবণাক্ততা সহনশীল।

জীবনকাল: এ জাতের জীবন কাল ১৪৮-১৫৭ দিন। গড় জীবন কাল ১৫৫ দিন।

ফলন: ব্রি ধান৯৯ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৪ টন তবে লবণাক্ততার মাত্রাভেদে ফলন হেক্টর প্রতি ৪.১৪-৬.৫৬ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৭.১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৯৯ এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ০১-৩০ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়সঃ** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ২০ সেমি

৪. **চারার সংখ্যাঃ** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
৩৬	১৩	১৬	১৩	০.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** ভূ-গর্ভস্থ অথবা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ দিতে হবে। তবে ৩ ডিএস/মিটার এর চেয়ে বেশি মাত্রার লবণাক্ততা যুক্ত পানি কখনও সেচের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৯. **ফসল কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ০১-১৫ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৪-২৮ এপ্রিল)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd